تربية الأبناء ـ بنغالي

সন্তানদের লালন-পালন

جمعية الدعوة بالزلفي

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

هاتف: ٤٢٣٤٤٦٦ ٠١٦ ـ فاكس: ٤٢٣٤٤٧٧ ٠١٦

165

সন্তানদের লালন-পালন

تربية الأبناء – اللغة البنغالية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الزلفي
Tel: 966 164234466 - Fax: 966 164234477

تربية الأبناء

أعده وترجمه إلى اللغة البنغالية:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

الطبعة الرابعة: ١٤٤٢/١١ هـ

ح شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤٢٩هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
شعبة توعية الجاليات بالزلفي
تربية الأبناء / شعبة توعية الجاليات بالزلفي
٥٠ ص؛ ١٢ × ١٧ سم
ردمك : ٨-٠٩-٩٩٥٣-٦٠٣-٩٧٨
(النص باللغة البنغالية)
١-التربية الإسلامية ٢-تربية الأطفال أ. العنوان
ديوي ١،٣٧٧ ١٤٢٩/١٤١٥

رقم الإيداع : ١٤٢٩/١٤١٥
ردمك : ٨-٠٩-٩٩٥٣-٦٠٣-٩٧٨

من معالم المنهج النبوي في تربية الأبناء

সন্তান প্রতিপালনে মহানবী ﷺ-এর পথনির্দেশনাবলী

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قدوة السالكين، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

এটা তারবিয়াতের তথা শিক্ষা-দীক্ষা ও লালন-পালন সম্পর্কীয় একটি ছোট ব্যাগ, যার উদ্দেশ্য হলো আমাদের সমাজে সন্তান-সন্ততির প্রতি- পালনের মান উন্নত করা. তাই এটাই অতীব স্বাভাবিক ব্যাপার যে, এতে সর্ব প্রথম মিশন হবে সন্তানদের প্রতিপালনের ব্যাপারে নবী করীম ﷺ-এর নিয়ম-পদ্ধতির কিছু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরা. কারণ,

১. মানুষের মধ্যে কেউ সন্তান প্রতিপালনের এমন কোন পন্থা পেশ করতে পারিনি, যা তাঁর (নবী করীম ﷺ) তরীকা থেকে উত্তম.

২. আমরা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত. আর ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো, সন্তান-সন্ততির প্রতিপালন. মহান আল্লাহ বলেন,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ (الأحزاب: ٢١)

“যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে.” সূরা আহযাবঃ ২১)

৩. আমাদের অনেকই সন্তান-সন্ততির লালন-পালনের ব্যাপারে নবী করীম ﷺ যে তরীকা-পদ্ধতি দিয়েছেন, তা থেকে অনেক দূরে.

প্রথম পথনির্দেশনাঃ আক্বীদার যত্ন নেওয়া

প্রত্যেক মুসলিম তারবিয়াতদাতার এটাই হলো প্রথম দায়িত্ব. আর এটাই হলো সেই উদ্দেশ্য যার কারণে মহান আল্লাহ মানুষ ও জ্বিন সৃষ্টি করেছেন. যেমন, তিনি বলেন,

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (الذريات:٥٦)

“আমি জ্বিন ও মানুষ সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদত করার জন্য.” (সূরা যারিয়াতঃ৫৬) এরই জন্য সমস্ত নবী ও রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন.

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ (النحل: ٣٦)

“আমি প্রত্যেক জাতিতে রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আমার ইবাদত করো এবং তাগূত থেকে বিরত থাকো.” (সূরা নাহ্‌লঃ ৩৬) আর নবী করীম ﷺ সন্তানদের অন্তরকে সেই আল্লাহর সাথে জোড়ার ব্যাপারে অতীব তৎপর ছিলেন, যিনি এক ও একক, যাঁর কোন শরীক নেই. যেমন ইবনে আব্বাস رضي الله عنه কে বলা তাঁর উক্তি থেকে ফুটে উঠে যখন তিনি (ইবনে আব্বাস) ছোট শিশু ছিলেন. (তিনি বলেন,)

((احْفَظْ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظْ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأَمَّةَ لَو اجْتَمَعُوْا عَلَى أَن يَنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَإِنِ اجْتَمَعُوْا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ)) رواه أحمد والترمذي

“আল্লাহর (নির্দেশাবলীর) রক্ষণাবেক্ষণ ও অনুসরণ করো, আল্লাহও তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন. আল্লাহর অধিকার আদায় করো, তাঁকেও তোমার সাথে পাবে. যখন কোন কিছু চাইবে, তখন তা আল্লাহরই কাছেই চাইবে. আর যখন তুমি সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করবে. সুদিনে আল্লাহকে মনে রাখো, তাহলে দুর্দিনে তিনি তোমাকে মনে রাখবেন. জেনে রাখো, যদি সমস্ত উম্মত একসাথে মিলে তোমার কোন উপকার করতে চায়, তবে যতটা আল্লাহ তোমার ভাগ্যে নির্ধারিত করে রেখেছেন, ততটা ছাড়া কোন উপকার করতে পারবে না. অনুরূপ তারা যদি একসাথে মিলে তোমার কোন অপকার করতে চায়, তবে যতটা আল্লাহ তোমার ভাগ্যে নির্ধারিত করে রেখেছেন, ততটা ব্যতীত কোন অপকার করতে পারবে না. আর জেনে রেখো, সাহায্য আসে ধৈর্য্যের মাধ্যমে এবং স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম আসে কষ্টের পর.” (আহমদ, তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সুনানে তিরমিযী আলবানী রহঃ ২৫১৬) এইভাবে তিনি ﷺ সন্তানদের আক্বীদা

শিক্ষা দেওয়ার প্রতি যত্ন নিতেন. কিন্তু বর্তমানে আমরা অনেকেই আক্বীদার ব্যাপারটা ভুলেই থাকি. আর এই আক্বীদারই অন্তর্ভুক্ত বিষয় ভাগ্য এবং প্রত্যেক ব্যাপার যে মহান আল্লাহর হাতে, তার শিক্ষাও তারবিয়াতদাতারা সন্তানদের দেয় না.

দ্বিতীয় পথনির্দেশনাঃ নামাযের যত্ন নেওয়ানবী করীম ﷺ-এর তারবিয়াতের পদ্ধতি দেখুন! তিনি বলেছেন,

((مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ)) أحمد وأبوداود

"সন্তানদের নামায পড়ার নির্দেশ দাও যখন তাদের বয়স হবে সাত বছর এবং এই নামাযের জন্যই তাদের প্রহার করো যখন তাদের বয়স হবে দশ বছর." (আহমদ, আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সুনানে আবূ দাউদ আলবানী রহঃ ৪৯৪) নবী করীম ﷺ-এর সুন্নতে সন্তানদের প্রহার করার এ রকম নির্দেশ অন্য কোথাও এসেছে কি? আমার জানা মতে আসেনি. আর নামাযের জন্য মারার নির্দেশ তার মাহাত্ম্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার জন্যই এসেছে. আর প্রহার করার এ কথা এসেছে পার্থক্যবোধ আছে এমন সন্তানকে নামায পড়ার নির্দেশ দেওয়ার এক হাজার একশত নব্বই (১১৯০)দিন পর. আর এই নির্দেশের এই সময়ের মধ্যে পুনরাবৃত্তি ঘটবে নামাযের সংখ্যা অনুপাতে প্রায় পাঁচ হাজার ছয়শত (৫৬০০)বার. সেই সাথে সন্তান অনেক সময় তার পিতা-মাতাকে তার সামনে নামায পড়তেও দেখবে. সন্তানদের বিপথগামী

ও অবাধ্য হওয়া এবং পঠনে-পাঠনে তাদের অসফলতা ইত্যাদির সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে নামায পড়ার ও তার যত্ন নেওয়ার ও না নেওয়ার সাথে. সন্তানদের সংস্কার এবং পঠন-পাঠনে তাদের সফলতার ব্যাপারে নামাযের যে কত প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এর উপর যদি জ্ঞানগর্ভমূলক গবেষণা করা হয়, তবে এমন বিশ্বাসযোগ্য ফল বের হবে যে, তা উন্নতি ও সফলতার সাথে নামাযের ব্যাপক অর্থে সরাসরি সম্পর্ক থাকার কথা প্রমাণ করে দিবে.

তৃতীয় পথনির্দেশনাঃ চিকিৎসার চেয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা উত্তম

চিকিৎসার পূর্বে সতর্কতা অবলম্বন করাও সন্তানদের তারবিয়াতের একটি তরীকা ছিলো নবী করীম ﷺ-এর. আর এটা আল্লাহর অনুমতি- ক্রমে সন্তানদের বিপদে পড়ার মাঝে হবে রক্ষাকারী বেড়া. বর্তমানে এটাই আমাদের বড় ভুল যে, সতর্কতা অবলম্বন করার ব্যাপারে উদাসীন. যখন সন্তানরা বিপদে পড়ে যায়, তখন আমরা টের পাই এবং এর চিকিৎসার জন্য প্রচেষ্টা করি. এ প্রসঙ্গটা বুঝার জন্য আমাদের সামনে রয়েছে দশ বছরের সন্তানের ক্ষেত্রে বলা নবী করীম ﷺ-এর এই ((وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ)) উক্তি এবং তাঁর ফায্ল ইবনে আব্বাসের চেহারাকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেওয়া. তিনি ছোট ছিলেন. তাঁকে নবী করীম ﷺ সাওয়ারীর পিছনে বাসিয়ে ছিলেন. এ সময় খাসআমীয়া গোত্রের একটি মহিলা নবী করীম ﷺকে কিছু জিজ্ঞেস করতে এলে ফায্ল ইবনে আব্বাস তার

দিকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাকিয়ে থাকলে তিনি ﷺ তাঁর চেহারাকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন.

সতর্কতা অবলম্বন করার ব্যাপারে এমন উদাসীনতা যে, ছেলে-মেয়েরা অতীব অনিয়মভাবে টি ভি চ্যালেনে আগত বিষয় পরিদর্শন করতে থাকে. তার অনেক বিষয় তো চিন্তাশীলতা ও নৈতিকতার জন্য অতীব বিপদজনক. কোন নিয়ম ছাড়াই ইন্টারনেটের (Internet) মাধ্যমে যার সাথে চায় সম্পূর্ণ যোগাযোগ রাখে. মোবাইল ফোন সব সময় চালু থাকে এ সবের প্রতি কোনই নজর থাকে না. এ সব কার্যকলাপ থেকে সতর্কতার জন্য নবী করীম ﷺ-এর তরীকার অনুসরণ করা হয় না. এই জিনিসগুলো ব্যবহার করার ব্যাপারে বয়সের প্রতি খেয়াল রাখাও অতীব প্রয়োজন. যেমন, ইন্টারনেট ছেলে-মেয়েদের শোয়ার ঘরে কেন থাকে, কোন নজরদারী ছাড়াই সব সময় কেন তা ব্যবহার করা হয়, হল (বড়) ঘরে কেন রাখা হয় না যেখানে সবাই ব্যবহার করবে এবং পিতা-মাতা ছেলে-মেয়েদের ব্যক্তিগত পাসওয়ার্ড (সাংকেতিক শব্দ) কি তা জানবে সান্ত্বনা এবং নজরদারীর জন্য, সেই সাথে তুষ্টকর বাদানুবাদের মাধ্যমে এই পদক্ষেপ গ্রহণের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবে?

চতুর্থ পথনির্দেশনাঃ পরস্পরের মধ্যে আলোচনার সুযোগ দেওয়া

আমাদের কারো ছেলে যদি কোন দিন তার পিতাকে এসে বলে, আমাকে মদ খাওয়ার অথবা হিরোইন ব্যবহার কিংবা ব্যভিচার

করার অনুমতি দিন (আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই), তাহলে তার প্রত্যুত্তর কি হবে বলে মনে করো? অনেক ছেলেরা যারা এ সবের ব্যাপারে এবং এই ধরনের অন্য ব্যাপারেও চিন্তা করে, তারা এ কথা তাদের পিতাদেরকে কাছে প্রকাশ করে না, বরং তাদের সাথীদের কাছে যায় এবং তারা জ্ঞানের দুর্বলতা ও অভিজ্ঞতার অভাবে তাদেরকে এ কাজের উপর সাহায্যও করতে পারে. কিন্তু নবী করীম ﷺ বিভিন্নভাবে (এই ধরনের আচরণের ক্ষেত্রে) অনুরূপ জিনিস চাওয়া পদ্ধতি গ্রহণ করেন. যেমন, ইমাম আহমদ (রহঃ) আবূ উমামা رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এক যুবক নবী করীম ﷺ-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ব্যভিচার করার অনুমতি দিন. সাহাবাগণ তার প্রতি অগ্রসর হয়ে তাকে ধমকাতে লাগলেন. রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “ওকে আমার কাছে নিয়ে এসো. সে তাঁর (রাসূলুল্লাহর) কাছে এলে তাকে তিনি ﷺ বসতে বললেন. সে বসলো. তখন তিনি ﷺ বললেন, (এই কাজটা) তুমি কি তোমার মায়ের জন্য পছন্দ করবে? সে বললো, আল্লাহর শপথ! না. আমাকে আল্লাহ আপনার জন্য কুরবান করুন! তিনি ﷺ বললেন, অনুরূপ মানুষরাও তাদের মায়ের জন্য তা পছন্দ করে না. তুমি কি তা তোমার বোনের জন্য, তোমার মেয়ের জন্য এবং তোমার ফুফু ও খালার জন্য পছন্দ করবে----.” যবুক পূর্বের উত্তরেরই পুনরাবৃত্তি করলো. অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় হাত তাঁর উপর রাখলেন এবং বললেন, “হে আল্লাহ! তুমি এর পাপকে মাফ

করে দাও, এর অন্তরকে পবিত্র করে দাও এবং এর লজ্জাস্থানের হেফাযত করো.” (আহমদ)

লক্ষ্য করুন, এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবকের চিন্তার ধরনেরই পুনরাবৃত্তি ক’রে তার সামনে এমন দিকগুলো পেশ করলেন যে বিষয়ে যুবকের কোন লক্ষ্যই ছিলো না. যুবক যদি এ কথা না জানতো যে, নবী করীম ﷺ বদানুবাদের সম্পূর্ণ সুযোগ ও স্বাধীনতা দেন, তাহলে সে সৃষ্টির সর্বাধিক পবিত্র মানুষটির কাছে ব্যভিচারের অনুমতি চাইতো না. অপর দিকে এক পিতা তার নবযুবক ছেলেকে যার বয়স ১৬বছরের বেশী নয় ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয় কেবল এই জন্য যে, সে ‘আমি স্বাধীন’ বলার সাহসিকতা প্রদর্শন করেছে, যখন তার কাছে পিতা বাড়ী ফিরতে দেরী হওয়ার কৈফিয়াত তলব করেছে. সে সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে কোন আত্মীয়ের কাছে আশ্রয় নিয়ে কয়েক দিন লাগাতার সেখানে কাটায়. অতঃপর পিতা ও ছেলের মাঝে মীমাংসা হয়, কিন্তু এটা (মীমাংসা) সাধিত হয় সেই প্রগাঢ় সম্পর্ক ভেঙ্গে পড়ার পর, যা স্পষ্ট বাদানুবাদের উপর পিতা ও ছেলের মাঝে প্রতিষ্ঠিত ছিলো. ছেলে ভুল করেছিলো এ কথা ঠিক, কিন্তু পিতার ভুল তার থেকেও বড়. বর্তমানে ছেলেদের সাথে বাদানুবাদ ও বুঝাপাড়ার আমরা অনেক মুখাপেক্ষী, তবে তা হবে সেই মুহাম্মদী তরীকায়, যার কিছু আলোচনা (পূর্বে) হয়েছে. ফেরাউনের তরীকায় নয়, যে বলতো, ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ (غافر: ٢٩) “আমি যা বুঝি, তোমাদেরকে তাই বুঝাই, আর আমি তোমাদেরকে মঙ্গলের পথই দেখাই.” (সূরা

মু’মিনঃ ২৯) যে তরীকায় ছেলেদের উপর নিজেদের ইখতিয়ারাতগুলো কেবল চাপিয়ে দেওয়া হয়, তা তারা গ্রহণ করতে পারে না.

পঞ্চম পথনির্দেশনাঃ মধ্যমপন্থী কৈফিয়াত তলব

হিসাব ও কৈফিয়াত চাওয়ার ব্যাপারে মানুষ দু’ভাগে বিভক্ত. কেউ তো ছেলেদের (একেবারে ছেড়ে দিয়ে) নষ্ট করে দেয়. তাদের কোন কৈফিয়াতই নেয় না, এটাও নিন্দনীয় বাড়াবাড়ি. আবার কারো অভ্যাসই হলো সে ছোট-বড় সব কিছুরই কৈফিয়াত তলব করে, এ রকম হিসাব নেওয়া চরম নিন্দনীয় বাড়াবাড়ি. আর এ ব্যাপারে নবী করীম ﷺ-এর পদ্ধতিকে গ্রহণ করাই হলো (বাড়াবাড়ি ও অতি বাড়া- বাড়ির মাঝে) মধ্যম পথ. তিনি ﷺ অল্প বয়সের ছেলেদের ভুলের কৈফিয়ত তলব করতেন এমন পন্থায়, যাতে না থাকতো বাড়াবাড়ি, না অতি বাড়াবাড়ি. আর এই হিসাব ও কৈফিয়াত তলবও একই নিয়মে হতো না, বরং ভুলের ভিন্নতা এবং তা কত মারাত্মক সেই অনুপাতে তাঁর কৈফিয়াত তলবও ভিন্ন হতো. ভুলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হঠকারিতা প্রদর্শন করে, না তা থেকে তাওবা করে? সে তা অজানতে করেছে, না জেনে-শুনে? এ সবের প্রতিও তিনি ﷺ খেয়াল রাখেন. দেখুন, তিনি ﷺ অল্প বয়সের যুবক মুআ’য ইবনে জাবাল رضي الله عنه থেকে কৈফিয়াত তলব করেছেন. কারণ, তিনি লোকদের নামায পড়াতেন এবং তাদের নামাযকে অতীব লম্বা করতেন. তাই বলেছেন, ((أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذ)) رواه أحمد “তুমি কি

মানুষের মাঝে ফিতনা সৃষ্টি করতে চাও হে মুআ’য”. তিনি তাঁর ভুলের কথা জেনে চুপ থাকেন নাই এবং তাঁর উপর তাঁর সাধ্যাতীত কোন জিনিস চাপিয়েও দেন নাই. আবার কখনো তিনি চুপ থেকেই ক্ষান্ত হতেন এবং ক্রোধের নিদর্শন তাঁর চেহারায় ফুটে উঠতো. যেমন আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, তিনি একটি বালিশ কিনে ছিলেন যাতে ছবি ছিলো. রাসূলুল্লাহ ﷺ তা দেখে দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন, প্রবেশ করলেন না. (আয়েশা রাযীআল্লাহু আনহা বললেন,) আমি তাঁর চেহারায় অপছন্দের ভাব বুঝতে পেরে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করছি, বলুন, আমার ভুল কি হয়েছে? তিনি বললেন, এই বালিশটার ব্যাপার কি---? অপর দিকে তিনি উসামা رضي الله عنه এর ব্যাপারে কঠোর পদ্ধতি গ্রহণ করেন. যখন একদা তিনি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত দন্ডবিধির ব্যাপারে সুপারিশ করেছিলেন. কিছু মানুষ চুরির দায়ে ধরা পড়া মাখযুমীয়া গোত্রের মহিলার হাত যাতে না কাটা যায় সে ব্যাপারে নবী করীম ﷺ-এর কাছে সুপারিশ করার জন্য তাঁর মধ্যস্থা গ্রহণ করেছিলো. এতে তিনি ﷺ রাগান্বিত হয়ে বলেছিলেন, “তুমি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত দন্ডবিধির ব্যাপারে সুপারিশ করছো.” (বুখারী)

ষষ্ঠ পথনির্দেশনাঃ তাদেরকে আত্মনির্ভরতার সুযোগ দেওয়া

আমরা যদি অল্প বয়সী এই ছেলেদের অত্মনির্ভরতা দুর্বল হওয়ার অভিযোগ করি অথবা পাশ্চাত্যের ছেলেদের যে

অত্মনির্ভরতা এবং নিজেদের মনের অভিপ্রায়কে ফুটিয়ে তুলার তাদের যে যোগ্যতা, তার সাথে যদি আমাদের ছেলেদের তুলনা করি, যাদের অনেকের মধ্যে এই গুরুতপূর্ণ বৈশিষ্ট্য থাকে না, তবে আমাদের কর্তব্য নবী করীম ﷺ-এর তারবিয়াতের মাদ্‌রাসায় যাওয়া, যেখানে এই রোগের বাস্তব চিকিৎসা করা হয়. অবশ্যই আমার ও আপনার ছেলের আত্মনির্ভরশীল হওয়া তার নিজের প্রতি সম্মান বোধ ও তার গুরুত্বের প্রতি অনুভূতির জন্ম দিবে. কিন্তু এই অনুভূতি সৃষ্টি হবে কেমনে আমরা তো অনেক সময় তার কোন গুরুত্ব ও সম্মান আছে বলে মনেই করি না. আমরা কি তাদেরকে তাদের নিজস্ব ব্যাপার ব্যক্ত করার অনুমতি ও তাদের কোন ইখতিয়ারের সুযোগ দেই এবং তাদের বিশেষ ব্যাপারে তাদের থেকে অনুমতি চাই? নাকি দমন ও তুচ্ছ জ্ঞাপন ক'রে এবং তাদের নিজস্ব ব্যাপারে তাদের মতামতের কোন মূল্য না দিয়ে আমাদের প্রভুত্বই তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়? আর এটাকেই কোন কোন গবেষক 'নীরব সাংস্কৃতি'র নাম দিয়েছে. নবী করীম ﷺকে এক পিয়ালা দুধ পেশ করা হয়. তিনি তা থেকে পান করেন. তাঁর ডান পাশে ছিলো একটি বালক এবং তাঁর বাম পাশে ছিলো কয়েকজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ. তাই তিনি বালকটিকে বললেন, "তুমি কি অনুমতি দিচ্ছ যে, এটা (দুধের পিয়ালা) আমার বাম পাশে যারা তাদের দিয়ে দেই?" বালকটি বললো, না, আল্লাহর শপথ! আপনার নিকট থেকে প্রাপ্ত আমার অংশের উপর কাউকে আমি অগ্রাধিকার দিবো না. তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ডান হাতে তা

রেখে দিলেন.” (বুখারী-মুসলিম) এই ঘটনায় তারবিয়াত সংক্রান্ত ব্যাপারে এমন চারটি জিনিসের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যাতে সন্তানদের ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাদের গুরুত্বের প্রতি অনুভূতি সৃষ্টি করা হয়েছে.

প্রথমতঃ কিভাবে বালকটি নবী করীম ﷺ-এর পাশে বরং সরাসরি তাঁর ডান পাশে বসার সুযোগ লাভ করলো, অথচ তিনি হলেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ এবং সেখানে রয়েছেন কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ লোক?

দ্বিতীয়তঃ যখন নবী করীম ﷺ পান করার পর বালকটির কাছে অনুমতি চাইলেন যে, সে তার প্রাপ্ত অংশ পরিত্যাগ করবে কি না, তখন তার মধ্যে কেমন আত্মনির্ভরতার সৃষ্টি হয়েছিলো, যদিও ব্যাপারটা অতি বড় ও কোন মৌলিক বিষয় নয়?

তৃতীয়তঃ নবী করীম ﷺ-এর শিক্ষার আদর্শে শিশুদের আত্মনির্ভরতা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, তাঁর (নবীﷺ) চাওয়াকে দৃঢ়চিত্তে প্রত্যাখ্যান করতে সক্ষম হয় এবং তার উচিত কারণও বর্ণনা করে?

চতুর্থতঃ প্রতিপালনের ব্যাপারে কথার চেয়ে কর্ম বেশী কার্যকরী হয়. তাই (হাদীস) বর্ণনাকারী বলেন, তিনি ﷺ পিয়ালা তার ডান হাতে রেখে দিলেন. অর্থাৎ, তাকে পরিতুষ্ট এবং তার মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ক’রে দুধের পিয়ালা তাকে দিয়ে দিলেন.

নবী করীম ﷺ-এর শিক্ষানিতিতে সন্তানদের গুরুত্বের কেবল অনুভূতি দেওয়া পর্যন্ত ব্যাপার সীমিত ছিলো না, বরং তাদের আত্মনির্ভরতা তাদের মধ্যে স্ব স্ব যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন দায়িত্ব

পালনের বাস্তব দক্ষতারও জন্ম দিয়েছিলো. মুআ'য ইবনে জাবাল ﷺ লোকদের নামায পড়াতেন, অথচ তিনি ছোট ছিলেন. কারণ, এই কাজ তাঁর যোগ্যতা উপযোগী ছিলো. উসামা ইবনে যায়েদ ﷺ সৈন্য- দলের সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন, অথচ দলে তখন বড় বড় সাহাবাগণও ছিলেন. আর তখন তিনি তাঁর ১৭বছর অতিক্রম করেন নি ছিলো. কেন জানেন? যাতে তাঁর আত্মনির্ভরতার সৃষ্টি হয় এবং পরে সমাজ তা থেকে উপকৃত হয়. এঁদের পূর্বে আলী ইবনে আবূ তালেব ﷺ হিজরতের রাতে নবী করীম ﷺ-এর বিছানায় শুয়ে এমন গুরুতর দায়িত্ব পালন করেছিলেন, যাতে প্রয়োজন ছিলো সাহসিকতা ও ত্যাগের. এইভাবে অনেকেই. কিন্তু বর্তমানে আমাদের অনেকের অবস্থা হলো এই যে, সন্তানদের উপর আমরা কোন ভরসাই রাখি না এবং সামান্য কোন দায়িত্ব পালনের ভারও তাদেরকে দেই না.

সপ্তম নির্দেশনাঃ উত্তম নৈতিকতার প্রতি দিকনির্দেশনা

সন্তানরা পথপ্রদর্শনের মুখাপেক্ষী. কারণ, তাদের অভিজ্ঞতা স্বল্প. তাছাড়া অন্তর ও বিবেক সাধারণতঃ নির্দেশনা ও শিক্ষা গ্রহণের কেন্দ্র- স্থল. তাই তো নবী করীম ﷺ-এর সন্তানদের শিক্ষাদান প্রতিষ্ঠিত ছিলো তাদেরকে যাবতীয় আদব ও উত্তম নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়ার উপর. এইমর্মে তাঁর উক্তিগুলো নিম্নরূপঃ

তিনি ﷺ হাসান ইবনে আলী ﷺকে বলেছিলেন যখন তিনি ছোট শিশু ছিলেন.

((دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ))

رواه الترمذي وصححه الألباني

"তোমার কাছে যা হালাল তথা বৈধ হওয়াতে সন্দেহ জাগে, তা বর্জন করে এমন জিনিস গ্রহণ কর, যাতে সন্দেহ নেই. নিঃসন্দেহে সত্যবাদিতার (ফল) প্রশান্তি এবং মিথ্যাবাদিতার (পরিণতি) সন্দেহ". (তিরমিজী- হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সুনানে তিরমিযী আলবানীঃ ২৫১৮) (নবী করীম ﷺ-এর) এই উক্তিকে হাসান ﵁ মুখস্থ করে নিয়ে ছিলেন এবং শিশুকাল থেকেই তা তাঁর মাথায় সুদৃঢ়ভাবে গেঁথে ছিলো. তিনি নব যুবক ইবনে উমার ﵁কে বলেন,

((كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ)) رواه البخاري

"দুনিয়ায় এমনভাবে থাকো যেন তুমি অপরিচিত অথবা মুসাফির." (বুখারী) শিশু আমর ইবনে আবূ সালামা ﵁ এর হাত প্লেটে এদিক ওদিক ঘুরাঘুরি করলে তিনি তাঁকে বলেন,

((يَا غُلَامُ سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ))

"হে বৎস! 'বিসমিল্লা-হ' বলে ডান হাতে নিজের দিক থেকে খাও." (বুখারী-মুসলিম) অনুতাপের বিষয় এই যে, অনেক পিতা-মাতা তাদের সন্তানদেরকে আদব ও উত্তম নৈতিকতার শিক্ষা দেওয়ার প্রতি যত্ন খুব কমই নেয়. কখনো কখনো তা শূন্যের ঘরে পৌঁছে যায়. যেমন, তাকে তার সাথী-সঙ্গীদের সাথে চরম কলহ

করতে দেখে অথচ তাকে কিছুই বলে না. অথবা সে তাদের থেকে একেবারে পৃথক থাকে তখনও তাকে কিছুই বলে না. এ ছাড়া আরো অনেক আচার-আচরণ যার চিকিৎসার ও সঠিক দিকনির্দেশনার প্রয়োজন.

অষ্টম নির্দেশনাঃ উত্তম নৈতিকতার প্রতিদান দেওয়া

আদব ও উত্তম আচার-আচরণের শিক্ষা দেওয়ার সাথে সাথে শিশুদের ইতিবাচক কর্ম ও সুন্দর নৈতিকতার জন্য দুআ ও প্রশংসার দ্বারা তাদেরকে প্রতিদান দেওয়া ও তাদের মনোবল বাড়ানোও অত্যাবশ্যক. বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে তাঁর শিশুকালে নবী করীম ﷺ-এর নিকট রাত্রি যাপন করার ঘটনায় এসেছে, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ পায়খানায় প্রবেশ করলে আমি তাঁর জন্য ওযূর পানি রেখে দিলাম. তিনি পানি কে রাখলো এ কথা জিজ্ঞেস করলে তাঁকে তা জানানো হলো. তখন তিনি ﷺ বললেন,

((اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيْلَ)) متفق عليه

"হে আল্লাহ! তুমি ওকে দ্বীনের তত্ত্ব জ্ঞান ও সঠিক ব্যাখ্যা উদ্‌ঘাটনের মেধা দান করো." (বুখারী-মুসলিম) মহান এই দুআ ছিলো শিশু ইবনে আব্বাসের ইতিবাচক কৃতকর্মের প্রতিদান এবং সুন্দর আচরণের প্রতি তাঁকে আরো দৃঢ়করণ. অনুরূপ তিনি ﷺ সুন্দর আচরণ ও উত্তম নৈতিকতাকে সুদৃঢ় করেছেন জা'ফার

ইবনে আবূ ত্বালিব ﵁ মধ্যে তাঁর এই উক্তির দ্বারা, “তুমি সৃষ্টিগত গঠন ও চারিত্রিক দিক দিয়ে আমার মতনই.” (বুখারী) এইভাবে যখন নব যুবক মুআ’য ইবনে জাবাল ﵁ এর মধ্যে সুন্নত ও নবীর মজলিসে উপস্থিত থাকার প্রতি বড়ই আগ্রহ দেখলেন, তখন তাঁকে সুদৃঢ় করার জন্য বলেন, “হে মুআ’য! আমি আল্লাহর নিমিত্ত তোমাকে ভালোবাসি.” (নাসায়ী, আল্লামা আলবানী রহঃ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন.) এই সাহস ও হিম্মত দান মুআ’যের মনে কতইনা প্রভাব ফেলেছে. বর্তমানে আমাদের অনেকে তার শিশুকে অনেক উৎকৃষ্ট কর্ম সম্পাদন এবং সুন্দর ব্যবহার পেশ করতে দেখে কিন্তু তাকে সাহস ও হিম্মত দান করে না. কারণ, সে এটাকে প্রাকৃতিক ব্যাপার মনে করে. অথচ এর বিপরীত করলে তাকে ধমক দেয়. যেমন, বড়দের মর্যাদা ও সম্মান দান, পড়ায় উন্নতি লাভ এবং নামায, সত্যতা ও আমানতের প্রতি যত্নবান হওয়া ইত্যাদি.

নবম নির্দেশনাঃ তাদেরকে ভালোবাসার ও তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শনের অনুভূতি দেওয়া

প্রথমতঃ তাদেরকে ভালোবাসার অনুভূতি দেওয়া

পিতা-মাতার এবং যে তারবিয়াতের ভার গ্রহণ করে তার পক্ষ হতে শিশুকে ভালোবাসার, তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করার এবং তাকে গ্রহণ করার অনুভূতি জন্মানো এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনসমূহের অন্তর্ভুক্ত যে, তা না হলে শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে

বাধা সৃষ্টি হয়. তাই তো নবী করীম ﷺ এই প্রয়োজনটা শিশুদের মনে খুব ভালোভাবে প্রবেশ করাতেন. যেমন, বুখারী শরীফে এসেছে যে, তিনি শিশু হাসান ইবনে আলীকে কোলে নিয়ে বললেন,

((اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ)) رواه البخاري

"হে আল্লাহ! আমি একে ভালোবাসি, অতএব তুমিও একে ভালো-বাসো এবং একে যে ভালোবাসে, তাকেও তুমি ভালোবাসো." (বুখারী) আক্বরা ইবনে হা-বিস رضي الله عنه যখন নবী করীম ﷺ এর কাছে প্রবেশ ক'রে দেখলেন যে, তিনি ﷺ হাসান ইবনে আলীকে চুম্বন করছেন, তখন তিনি (আক্বরা) বললেন, আপনি শিশুদের চুমা খান? আমার তো দশটি সন্তান আছে তাদের কারো কোন দিন আমি চুমা খাইনি. তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

((أَوَأَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ)) متفق عليه

"আমি কি এর মালিক বা জিম্মাদার হতে পারি, আল্লাহ তোমার অন্তর থেকে দয়াকে তুলে নিয়েছেন." (বুখারী-মুসলিম) তিনি ﷺ কতনা সুকৌশলী তারবিয়াতদাতা ছিলেন যে, আক্বরা ইবনে হা-বিস رضي الله عنهএর প্রতিবাদ করছেন বিস্ময়জনিত বাক্যে যা উত্তরের চেয়েও কার্যকরী. আর যার সারমর্ম হলো, সে দয়া শূন্য, যে ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং তাদেরকে ভালোবাসার অনুভূতি দেয় না. এই সেই দয়া, যার বিলুপ্ত হওয়ার ভয় দেখিয়েছেন নবী করীম ﷺ ছোটদের সাথে সুন্দর আচরণ পেশ না করলে. যেমন, তিনি ﷺ বলেন,

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا)) رواه أحمد و أبوداود والترمذي

"সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমাদের শিশুদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না." (আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী) আর এই দয়ায় নবী করীম ﷺকে কাঁদিয়ে ছিলো যেদিন তাঁর ছোট ছেলে ইবরাহীম মারা গিয়ে ছিলো. তখন তিনি বলেছিলেন,

((إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ)) رواه البخاري

"চোখ অশ্রু ঝরায় এবং অন্তর ব্যথিত হয় তবে আমরা তা-ই বলি যাতে আমাদের প্রতিপালক সন্তুষ্ট হোন. হে ইবরাহীম, আমরা তোমার বিচ্ছেদে অবশ্যই মর্মাহত." (বুখারী) তারবিয়াত ও দয়ার কি তৃপ্তিই না হাসান ও হুসাইন (রাযিআল্লাহু আনহুমা) অনুভব করেছিলেন যখন তাঁরা নবী করীম ﷺকে তাঁদের সম্পর্কে এ কথা বলতে শুনেছিলেন, "এঁরা দুনিয়াতে আমার দু'টি সুগন্ধযুক্ত পুষ্পবিশেষ." (বুখারী)

পক্ষান্তরে আমাদের অনেকে ছেলেদের জন্য ভালোবাসা ও দয়া-দাক্ষিণ্যের কথা ব্যক্ত করা হতে বিরত থেকে তারবিয়াতের ব্যাপারে ভুল ও দয়াশূন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে. কারণ, তার ধারনা হলো যে, এতে তারা অতিশয় প্রশ্রয় পাবে এবং তার উপর বড়ত্ব দেখাবে. অথবা এটা ছেলেদের তারবিয়াত এবং তাদের জীবন তৈরীর ক্ষেত্রে উচিত নয়.

দ্বিতীয়তঃ তাদের আদর করা এবং তাদের সাথে শিশুসুল্ভ আচরণ ক'রে তাদের মনজয় করাঃ

এই দিকটার প্রতি যত্ন নেওয়ায় একদিন নবী করীম ﷺ কে সিজদায় বিলম্ব করতে বাধ্য করেছিলো যখন তিনি সাহাবায়ে কেরামদের নামায পড়াচ্ছিলেন. কেন জানেন? কারণ, ছোট শিশু হাসান ইবনে আলী ﵁ তাঁর পিঠের উপর চড়ে বসেছিলেন. তাই তিনি চান নাই যে এই মুহূর্তে নবীর সাথে তাঁর তৃপ্ত হওয়াতে বিচ্ছেদ ঘটুক. তাই তিনি নামায শেষে লোকদের বললেন যে,

((ابْنِي هَذا ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ)) رواه أحمد والنسائي

"আমার এই ছেলেটা আমার উপর চড়ে বসেছিলো তাই তাকে আমি ত্বরান্বিত করতে পছন্দ করেনি." এখন প্রশ্ন হলো বর্তমানে এই ধরনের কোন কাজ যদি আমাদের মসজিদের কোন ইমামের সাথে সংঘটিত হয়? সে কি করবে? আর সে যদি নবী করীম ﷺ-এর অনুকরণ ক'রে ছোট শিশুর প্রতি খেয়াল রেখে সাজদা সুদীর্ঘ করে, তবে মুসাল্লীরা তার এই আচরণের প্রতিবাদ কিভাবে করবে?

তিনি ﷺ এইভাবে ছোট শিশুদের আদর করতেন, এমন কি নামাযেও. আর নামাযে থাকা অবস্থায় তিনি যদি এই আচরণ করেন, তবে নামাযের বাইরে তাঁর ছোটদের আদর ও তাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করার ব্যাপারে আমাদের আশ্চর্য হবার কিছুই নেই. একদা তিনি ﷺ একটি শিশুর জন্য তাঁর জিভ বের করেন এবং শিশু তাঁর জিভের লাল আভা দেখতে পায়. (ইবনে হিব্বান) তিনি ﷺ কখনো

কখনো কোন কোন শিশুদের বলতেন যে, "যে আগে আমার কাছে আসতে পারবে, তার জন্য এই (পুরস্কার)." (আহমদ) আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ছোটদের আদর ও তাদের সাথে শিশুসুল্ভ আচরণ করা তাদের মনে তারবিয়াত সংক্রান্ত বিরাট প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ফেলে. কেননা, তারা তার প্রতি আকৃষ্ট হয় ও তার কথা গ্রহণ করে, যে তাদেরকে আদর করে. আর যে আদর করে না, তার কথা তারা গ্রহণ করে না.

দশম নির্দেশনাঃ ছেলেদের মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা

পিতা-মাতার পক্ষ হতে আচার-আচরণে পার্থক্য করণের ব্যাপারে শিশুরা চরম অনুভূতিশীল. আর অনেক ক্ষেত্রে ভাইদের পারস্পরিক বিচ্ছেদ এবং আপসে তাদের হিংসা-বিদ্বেষের মূল কারণ হয় পিতাদের ছেলেদের মাঝে সমতা বজায় না রাখা. বড়ই আশঙ্কাজনক ব্যাপার এই যে, পিতারা ছেলেদের মধ্য হতে কেবল একজনকে ভালোবাসলে এটা অন্য ছেলেদেরকে তার ঐ ভাইয়ের শত্রুতে পরিণত করবে. যেমন, ইউসুফ عليه السلام-এর ভাইদের ক্ষেত্রে হয়েছিলো. তাদের এই ভুল ধারণা হয়েছিলো যে, তাদের পিতা ইউসুফ عليه السلامকে তাদের উপর প্রাধান্য দেন. তাই তারা বললো,

﴿ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ﴾ (يوسف: ٨)

"অবশ্যই ইউসুফ ও তাঁর ভাই আমাদের পিতার কাছে আমাদের চাইতে অধিক প্রিয় অথচ আমরা সংহত শক্তিবিশেষ." (সূরা

ইউসুফঃ ৮) আর এই ভুল ধারণা তাদেরকে তাদের ভাইয়ের সাথে শত্রুতামূলক আচরণ সম্পাদনের দিকে নিয়ে গেলো. তারা বললো,

﴿اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ﴾ (يوسف: ٩)

"হত্যা করো ইউসুফকে অথবা ফেলে এসো তাকে অন্য কোন স্থানে. এতে শুধু তোমাদের প্রতিই তোমাদের পিতার মনোযোগ নিবিষ্ট হবে." (সূরা ইউসুফঃ ৯) যে জিনিস তাদেরকে (নিকৃষ্টতম) এই আচরণ সম্পাদন করতে বাধ্য করেছিলো তা হলো, ইউসুফ عليه السلام কে ধ্বংস ক'রে পিতার ভালোবাসা ও তাঁর মনোযোগ লাভ করা.

কোন এক পিতা সম্পর্কে বলা হয় যে, সে তার দুই ছেলেকে বাড়ির বাইরে রাতে আমোদ-প্রমোদের জন্য নিয়ে যায়. তারা এক লম্বা ফিল্ম চালিয়ে তৃপ্তি গ্রহণ করছিলো ইত্যবসরে তার আট বছরের ছোট ছেলে ঘুমিয়ে পড়ে. তখন পিতা তাকে তার কোর্ট দিয়ে ঢেকে দেয়. বৈঠক শেষে পিতা তাকে (কোলে)তুলে নিয়ে গাড়ীতে নিয়ে যায়. গাড়ী করে বাড়ী ফিরার সময়ে তার বার বছরের বড় ছেলেকে ফিল্মের উপকারিতা সম্পর্কে কিছু না বলে অন্যমনস্ক হয়ে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি ফিল্ম দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়েছো? ছেলের প্রশ্নের সাথে সম্পর্কহীন উত্তরে পিতা ঘাবড়িয়ে যায়, তুমি কি আমাকেও আমার ছোট ভাইয়ের মত ঐভাবে তোমার কোর্ট দিয়ে ঢেকে দিতে, যদি আমি ফিল্ম দেখার সময় ঘুমিয়ে পড়তাম? এই জন্যই যখন নবী করীম ﷺ-এর কাছে নো'মান ইবনে বাশীর رضي الله عنه এর পিতা এলো তাঁকে স্বীয় পুত্র

নো'মানকে দেওয়া উপহারের উপর সাক্ষি বানানোর জন্য, তখন তিনি ﷺ বললেন,

((أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا قَالَ: لَا، قَالَ: فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ)) رواه البخاري

"তুমি কি তোমার সমস্ত ছেলেকে অনুরূপ দিয়েছো? সে বললো, না. তিনি ﷺ বললেন, আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমার সন্তানদের মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করো." (বুখারী) অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

((فَاشْهَدْ عَلَى ذَلِكَ غَيْرِي فَإِنِّي لاَ أُشْهِدُ عَلَى جَوْرٍ)) رواه أحمد

"এর উপর আমাকে বাদ নিয়ে অন্যকে সাক্ষি বানাও, কারণ আমি কোন যুলুমের সাক্ষি দেই না." (আহমদ)

একাদশ নির্দেশনাঃ আদর্শের মাধ্যমে তারবিয়াত

এমন প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তসমূহ শিশুর দেখা অতীব প্রয়োজন, বাস্তব জীবনে যার বাস্তবায়নের দাবী করা হয় সেই ব্যক্তিবর্গদের পক্ষ হতে, যারা তার জন্য আদর্শ, বিশেষ করে পিতা ও শিক্ষকগণ. আদর্শের মাধ্যমে তারবিয়াত দেওয়া হলো, নবী করীম ﷺ-এর ছোটদের তারবিয়াত দেওয়ার নির্দেশনা- বলীর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা. তাঁর পূর্ণ জীবনটাই ছিলো উন্নত নমুনায় ও আদর্শে ভরা. মহান আল্লাহ বলেন,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيراً﴾ (الأحزاب:٢١)

"যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে." (সূরা আহযাবঃ ২১) আর এই নবীজীবনী এমন কোন গুপ্ত ও বদ্ধ ব্যাপার ছিলো না যে, তা কেবল বিশেষ লোকরাই জানতে পারবে, বরং তা ছিলো একেবারে প্রকাশ্য যা ছোট-বড় সকলে জানতে সক্ষম হয়. আর এর চেয়ে আর কোন্ তারবিয়াত পরিপূর্ণ তারবিয়াত হিসাবে গণ্য হতে পারে যে, ইবনে আব্বাস ﵄ এর মত একজন ছোট শিশু একদা মহানবীর আদর্শে রাত্রি যাপন করাকালীন দেখলেন যে, অর্ধ রাত্রির পর তিনি ﷺ উঠে ওযূ ক'রে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতে লাগলেন. এই বাস্তব কর্ম তরুণের লালন-পালন করছিলো আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠাপূর্ণ বিশ্বাস, তাঁর ভয়-ভীতি এবং তাহাজ্জুদের নামাযের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভের উপর. অথচ তারবিয়াতদাতা তাঁকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য একটি কথাও বলেননি. বর্তমানে শিল্প, গীতি এবং খেলা-ধুলার বিখ্যাত বিখ্যাত বেশীরভাগ আদর্শ ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বগুলো এমন যে, তা জাতির তারবিয়াত দেওয়ার এবং কাঙ্ক্ষিত ভিত্তি গঠনের অযোগ্য. তাদের বাস্তব আচরণ এমন নয় যে, তা এই ভিত্তিকে দৃঢ় করে এবং তার প্রতি আহ্বান করে. কাজেই সনির্বন্ধ প্রয়োজন হলো, নবী করীম ﷺ-এর জীবনী থেকে তারবিয়াতের আদর্শগুলোর অনুসন্ধান ক'রে সম্পূর্ণ আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে তরুণদের জন্যে তা তুলে ধরা. সেই সাথে তা যেন তাদের গ্রহণশক্তি এবং তাদের বাস্তবতার সাথে সমঞ্জস্যপূর্ণ ও যুগের উত্তম আদর্শ হিসাবে গণ্য হয়.

أخطاء في تربية الأبناء
সন্তান-সন্ততির তারবিয়াতের কিছু ভুল

সন্তান-সন্ততিদের তারবিয়াতের কাজটা এমন কোন এলোমেলো ও সহজ কাজ নয় যে, প্রত্যেকেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছাড়াই তা করতে পারবে. বরং এ কাজটা হলো অতীব জটিল যা করতে হয় সুক্ষ্ম বিচার-বিবেচনা ও শরীয়তের নিয়ত-নীতির ভিত্তিতে. এতে প্রয়োজন ব্যক্তিগত পরিশ্রম----যার লক্ষ্য হবে ছেলেদের মঙ্গল সাধন, তাদের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি এবং তাদের অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ ও তাদের থেকে অনিষ্টকর ও মন্দ জিনিস দূরীকরণ. অনেকে একই অনড় নিয়মে বাপ-দাদাদের অনুকরণের এবং বংশ পরস্পরায় চলে আসা প্রথার ভিত্তিতে এ তারবিয়াতের কাজ সম্পাদন করে থাকে. আর এরই ফলস্বরূপ জন্ম নেয় তারবিয়াতের ব্যাপারে অনেক ভুল. ছেলেদের উপরও এর প্রভাব পড়ে. তাই তো সৃষ্টি হয় তাদের আচার-আচরণের এমন অনেক নেতিবাচক দিক, যাতে ভুগে পরিবার ও সমাজ. এই পুস্তিকায় আমি গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভুল ও তার সঠিক চিকিৎসার কথা তুলে ধরবো. আল্লাহই তাওফীক্বদাতা ও সাহায্যকারী.

১. তারবিয়াতের বিষয়টাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা

অনেক পিতারা এই বিষয়টার প্রতি এতটুকুও গুরুত্ব দেয় না. ছেলেদের এইভাবেই তারা লালন-পালন হতে ছেড়ে দেয় সামান্য পরিমাণও কোন দায়িত্ব মনে করে না. তারা কেবল দায়িত্ব মনে

করে তাদের খাওয়া-পরা ও বাবস্থানের ব্যবস্থাপনাকে. আর মহান আল্লাহর এই বাণীকে ভুলে যায়. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً﴾ (التحريم: ٦) "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও." (সূরা তাহরীমঃ ৬) আর আলী ইবনে আবূ ত্বালিব ﷺ বলেন, "তাদেরকে জ্ঞান ও শিষ্টাচার শিক্ষা দাও." অনুরূপভাবে তারা নবী করীম ﷺ-এর এ হাদীসও ভুলে যায়,

((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا)) متفق عليه ٨٩٣-١٨٢٩

অর্থাৎ, "তোমরা প্রত্যেকে অভিভাবক এবং তোমাদের প্রত্যেককে তোমাদের অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে. শাসক একজন অভিভাবক তাকেও তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে. পুরুষ তার পরিবার-পরিজনের অভিভাবক তাকেও তার অভিভাবকতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে. নারী তার স্বামীর ঘরের রক্ষণাবেক্ষ- ণকারী তাকেও তার অধীনস্থ বিষয়াদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে." (বুখারী ৮৯৩-মুসলিম ১৮২৯) ইবনুল কায়্যেম (রাহঃ) বলেন, 'যে নিজের ছেলেকে উপকারী জ্ঞান শিক্ষা না দিয়ে অনর্থক ছেড়ে দিলো, সে তার সাথে চরম খারাপ ব্যবহার করলো. অধিকাংশ ছেলেদের নষ্ট হওয়ার

মূলেই হচ্ছে পিতারা, তাদের ছেলেদেরকে অনর্থক ছেড়ে দেওয়া এবং তাদেরকে দ্বীনের ফরয ও সুন্নত বিধান শিক্ষা না দেওয়া. এইভাবে তাদের ছোটতেই নষ্ট করে ফেলেছে. তাদের নিজেদেরও কোন লাভ হয়নি এবং ছেলেরা বড় হয়ে পিতাদের কোন উপকারে আসেনি. যেমন, অনেকে ছেলেকে তার অবাধ্যতার জন্য তিরস্কার করলে ছেলে বলে, বাবা! তুমি ছোটতে আমাকে অমান্য করেছো, তাই আমি বড় হয়ে তোমাকে অমান্য করছি. তুমি ছোটতে আমাকে নষ্ট করেছো, তাই আমি তোমাকে বার্ধক্যে নষ্ট করছি.' (তোহফাতুল মাওদুদ)

২. পিতাদের প্রতাপ

এই ভুল হলো প্রথম ভুলের বিপরীত. এখানে পিতারা ছেলেদের প্রতিটি কার্যকলাপের উপর এমনভাবে প্রভুত্ব লাভের ভূমিকা পালন করে যে, তাদের ব্যক্তিত্বকে কিছুই মনে করে না এবং তাদের মতেরও কোন মূল্য দেয় না. তারা তাদের মধ্যে অন্ধ অনুকরণের কিছু দৃষ্টান্ত ব্যতীত আর কিছুই দেখে না. এটা নিঃসন্দেহে অনেক অস্বীকারযোগ্য কর্মকাণ্ডের কারণ হয়ে দাঁড়ায়. যেমন,

১. ব্যক্তিগত দুর্বলতা এবং নিজের উপর আস্থা হারানো.

২. অপর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা ও লজ্জাবোধ রোগে আক্রান্ত হওয়া.

৩. কার্যক্ষমতার দুর্বলতা.

৪. বড় হয়ে বিপথগামী হওয়া. কারণ, তখন ছেলে অনুভব করবে যে, সে সেই শৃংখল থেকে মুক্ত হয়ে গেছে যা তাকে অবদ্ধ

রেখেছিলো. ফলে সে সমস্ত নিয়ম-শৃঙ্খলাকে উপেক্ষা করে চলবে, যদিও সেগুলো সঠিক হয়.

৫. মানসিক ও শারীরিক রোগে আক্রান্ত হবে.

সঠিক তারবিয়াতের দাবী হলো, ছেলেদেরকে তাদের নিজস্ব ব্যাপার- সমূহে অনেকটা স্বাধীনতা দান করা. যেমন, কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নিজেদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা এবং কিছু জিম্মাদারী গ্রহণ করা ইত্যাদি. আর এ সব হবে সঠিক সেই আচার-আচরণ এবং মহান শিষ্টাচারের আলোকে, যা পিতারা নিজের ছেলেদের মধ্যে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে.

৩. কথার সাথে কাজের অমিল

অবশ্যই পিতা-মাতাই সর্ব প্রথম ছেলেদের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করে. তাদেরই বহু গুণ ও আচার-আচরণ তারা (ছেলেরা) গ্রহণ করে. তাই পিতা-মাতা যদি উত্তম নৈতিকতার এবং সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হয়, তাহলে তাদের কোন কোন ইতিবাচক গুণ ছেলেরা গ্রহণ করে. কিন্তু তাদের কথা ও কাজ যদি পরস্পর বিরোধী হয়, অর্থাৎ, যদি কোন কিছু করার নির্দেশ দেয় এবং তারা নিজেরা তার বিপরীত করে, তবে এটা ছেলেদের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করবে. আর এই কথা ও কাজের পরস্পর বিরোধের মধ্যে হলো, পিতা ছেলেদেরকে সত্যবাদিতার নির্দেশ দিবে, কিন্তু সে মিথ্যা বলবে. তাদেরকে আমানতদারির নির্দেশ দিবে অথচ সে চুরি করবে. তাদেরকে ওয়াদা পূরণের নির্দেশ দিবে, আর সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে. তাদের নেকী ও সুসম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দিবে, আর

সে পিতা-মাতার অবাধ্যতা করবে. তাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দিবে অথচ সে তা ত্যাগ করবে. তাদেরকে সে ধূমপান করতে নিষেধ করবে,কিন্তু সে নিজে ধূমপান করবে. কথা ও কাজের এই অমিল তারবিয়াতদাতাকে ছেলেদের নজরে খাটো করে দিবে. তার কথার কোনই মূল্য দিবে না. মহান আল্লাহ বলেন,

﴿أَتَـأْمُرُونَ النَّـاسَ بِـالْبِرِّ وَتَنْسَـوْنَ أَنْفُسَـكُمْ وَأَنْـتُمْ تَتْلُـونَ الْكِتَـابَ أَفَـلا تَعْقِلُونَ﴾ (البقرة:٤٤)

"তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করো? তবুও কি তোমরা চিন্তা করো না?" (সূরা বাক্বারাঃ ৪৪)

৪. কঠোরতা

বাবাদের উপর আবশ্যক হলো ছেলেদের সাথে দয়া, নরম ও করুণাপূর্ণ আচরণ করা. ছোটদের সাথে আচরণ করার ব্যাপারে এটাই হলো নবী করীম ﷺ-এর আদর্শ. যেমন আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন,

((قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ جَالِسًا، فَقَـالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنْ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَنَظَرَ إِلَيْـهِ رَسُـولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ)) البخاري: ٥٩٩٧ ومسلم: ٢٣١٨

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসান ইবনে আলীকে চুম্বন করলেন. এ সময় আক্বরা ইবনে হা-বিস তাঁর কাছে বসে ছিলেন. তিনি (আক্বরা) বললেন, আমার দশটি সন্তান আছে কিন্তু তাদের কাউকে কোন দিন চুমা দেইনি. তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "যে দয়া প্রদর্শন করে না, তার প্রতিও দয়া প্রদর্শন করা হবে না." (বুখারী ৫৯৯৭-মুসলিম ২৩১৮) আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা) থেকেও বর্ণিত. তিনি বলেন,

((قَدِمَ نَاسٌ مِنْ الْأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: أَتُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالُوا: لَكِنَّا وَاللهِ مَا نُقَبِّلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((وَأَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللهُ نَزَعَ مِنْ قُلُوْبِكُمُ الرَّحْمَةَ)) البخاري: ٥٩٩٨ مسلم: ٢٣١٧

অর্থাৎ, কিছু আরব বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলো. তারা জিজ্ঞেস করলো, আপনারা কি আপনাদের ছোট শিশুদের চুমা খান? তিনি বললেন, হ্যাঁ. তারা বললো, আল্লাহর শপথ! আমরা কিন্তু চুমা খাই না. রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আমি কি এর মালিক হতে পারি? যদি আল্লাহ তোমাদের অন্তর থেকে রহমত ও অনুগ্রহ তুলে নিয়ে থাকেন." (বুখারী ৫৯৯৮-মুসলিম ২৩১৭) শাস্তির ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করলে তা থেকে জন্ম নিবে অস্থির চিন্তার এমন কিছু দৃষ্টান্ত যা নিজেকেই পরিচালনা করতে পারবে না, অপরকে পিরচালনা করা তো দূরের কথা. অতীতে এই ধারণাই পোষণ করা হতো যে, কঠোরতা ও কঠিন প্রহারই শিশুদেরকে শাক্তিশালী, সাহসী এবং পৌরুষ বানায়. তাদের মধ্যে দায়িত্বাদি

সামাল দেওয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি করে এবং তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল বানায়. তবে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই ধারণা ভুল. কেননা, কঠোরতা শিশুদের মধ্যে পীড়াদায়ক মানসিক প্রভাব ফেলে. তাদেরকে অবাধ্য ও কলহপ্রিয় বানায়. তাদেরকে পাক্কা বুদ্ধিসম্পন্ন স্তরে পৌঁছতে বাধা দেয় এবং সব সময় তারা নিজেদেরকে নীচ, তুচ্ছ্য সম্মানহীন গণ্য করে. তবে এর অর্থ এও নয় যে, আমরা একেবারে শাস্তি দেওয়া থেকে বিরত থাকবো. বরং কখনো কখনো শাস্তি দেওয়াও উচিত. তবে এই শাস্তি যেন দয়া-দাক্ষিণ্যের সীমা অতিক্রম না করে.

৫. অন্যায়ের ব্যাপারে শিথিলতা

যেমন কঠোরতা অস্বীকার্য, অনুরূপ অন্যায়ের ব্যাপারে শিথিলতাও অস্বীকার্য. এটাও এমন ভুল যাতে অনেক পিতা পতিত. আর এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্য হলো তারা এখনোও ছোট. বড় হয়ে তারা এ সব অন্যায় কাজ ছেড়ে দিবে. কিন্তু এ কথা সঠিক নয়. কারণ, যে ছোট বেলাতে কোন কিছুর উপর অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, বড় হলে তা ত্যাগ করা তার উপর কঠিন হয়. ইবনুল কায়্যেম (রাহঃ) বলেন, ‘এমন পিতা কতই আছে যার ছেলে ও কলিজার টুকরো দুনিয়া ও আখেরাতে হত্যভাগ্য হয়েছে তার (পিতার) অবহেলা, আদব শিক্ষা না দেওয়া এবং তার চাহিদা পূরণে সহযোগিতা করার কারণে. অথচ পিতা মনে করেছে যে, সে তার সম্মান করছে, কিন্তু সে তার অসম্মান করেছে. মনে করেছে সে তার প্রতি রহম করছে, কিন্তু সে তার উপর যুলুম করেছে এবং তাকে বঞ্চিত করেছে. ফলে সেও বঞ্চিত হয়েছে ছেলের উপকারিতা থেকে এবং তাকেও বঞ্চিত

করেছে তার দুনিয়া আখেরাতের অংশ থেকে. ছেলেদের বিগড়ানো ও নষ্ট হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখবে, তার বেশীরভাগই পিতাদের পক্ষ থেকে হয়েছে.' (তোহফাতুল মাওদূদ) আর ছেলেদের ব্যাপারে সব চেয়ে বড় শিথিলতা হলো, তাদেরকে নামায পড়ার ও নামাযের যত্ন নেওয়ার প্রতি উৎসাহিত না করা. অথচ নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ)) أحمد وأبوداود وحسنه الألباني

অর্থাৎ, "তোমরা ছেলেদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দাও যখন তারা সাত বছরের হবে এবং (নামায না পড়লে) তাদেরকে মারো যখন তারা দশ বছরের হবে. আর তখন তাদের বিছানা আলাদা করে দাও." (আহমদ, আবূ দাউদ. আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন.) অতএব যে পিতা মসজিদে যায় আর ছেলেদেরকে ঘুমাতে অথবা খেলতে ছেড়ে দেয়, সে ভুল করে. কারণ, মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ﴾ (طه: ١٣٢)

অর্থাৎ, "তুমি তোমার পরিবারের লোকদেরকে নামাযের আদেশ দাও এবং এর উপর অবিচল থাকো." (সূরা ত্বোহাঃ ১৩২) অনুরূপ তার উচিত তাদেরকে গান-বাজনা শুনতে, পোষাকে ও আচরণে কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করতে এবং খ্যাতিলাভ করেছে এমন ব্যক্তিদের প্রতি (আন্তরিক) টান রাখতে নিষেধ করো, যারা ফ্যাসাদ

সৃষ্টি করে, সংস্কার কিছু করে না. তবে এ সব কাজে তার সম্বল হবে সহজ-সরল ও পরিতোষজনক ভাব, শান্ত তর্ক-বিতর্ক এবং ছেলেদের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক.

৬. বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা

এটাও তারবিয়াতের ভুল যে, বাস্তবতাকে উপেক্ষা ক'রে একঘেয়ে- ভাবে পুরাতন জিনিসকে ধরে থাকে এবং যুগের দাবীসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন জিনিসকে গ্রহণ করে না. তাই তারবিয়াতদাতা সাঁতার শিখানো, তীর চালানো এবং ঘোড়সওয়ারীর শিক্ষা দেওয়ার প্রতি যত্ন নেয়. আর যুগ উপযোগী অন্যান্য দক্ষতাকে ত্যাগ করে. যেমন, কম্পিউটার এবং অন্যান্য বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেওয়া. বক্তৃতা, খুৎবা এবং (কোন কিছু) রচনা করার দক্ষতা এবং আত্মরক্ষামূলক অভিনব খেলা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া. আর এরই কারণে যে তারবিয়াত- দাতারা নিজেদের ছেলেদের যোগ্যতা উন্নয়নে যত্ন নেয় না, তাদের ছেলেরা তাদের অন্য সাথীদের তুলনায় যোগ্যতায় পিছিয়ে থাকে. ফলে এরা নিজেদের মধ্যে ঘাটতি অনুভব করে. তাই তারা জীবনের অনেক ক্ষেত্রে তাদের উন্নয়নশীল সাথীদের থেকে পৃথক থাকে.

৭. ভুল স্বীকার না করা

আমাদের মধ্যে কতজনই তার ছেলেকে শাস্তি দিয়েছে ভুলবশতঃ সে তার প্রতি যুলুম করেছে. কতজন তার কোন ছেলের উপর অপবাদ দিয়েছে, অথচ সে নির্দোষ. আবার কতজন তার কোন ছেলেকে মেরেছে মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে. আর পিতা পরে

জানতে পারে যে, সে তার ছেলের ব্যাপারে ভুল করেছে তা সত্ত্বেও সে না তার কাছে কোন ওজর-আপত্তি পেশ করে, আর না স্বীয় ভুল স্বীকার করে. এমন ভাব প্রকাশ করে যে, যেন এই ছেলের না আছে কোন অধিকার, না কোন সম্মান আর না আছে কোন অনুভূতি. এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই আচরণ ভুল. এ থেকে জন্ম নিবে ছেলেদের মধ্যে মন্দ গুণাবলী. যেমন, অহংকার-দাম্ভিকতা, নিজের মতকেই বলবৎ করার মনোভাব, যদিও তা ভুল হয় এবং অব্যাহতভাবে ভুল করতে থাকা ইত্যাদি. অথচ পিতা যদি (স্বীয় ভুলের জন্য) ছেলের কাছে ওজর পেশ করে, তাহলে এটা সঠিক আচরণ বিবেচিত হবে. কারণ, এইভাবে তারবিয়াতদাতা তার ভুলকে এমন ইতিবাচক আচরণের দিকে ফিরিয়ে দিবে, যা ছেলেদের অন্তরে বড় প্রভাব ফেলবে. ফলে তাদেরকেও এই আচরণের দাবীর প্রতি আহ্বান জানাবে. যেমন, সত্যের কাছে নত হওয়া, ভুল স্বীকার করা এবং অপরের সাথে সহজ-সরল আচরণ করা.

৮. একাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, পিতাই হলো তার পরিবারের অভিভাবক এবং পরিচালক ও দায়িত্বশীল. কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক ব্যাপারে সে একাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে বাড়ীর লোকদেরকে সাথে না নিয়েই. কারণ, এটা ছেলেদের মধ্যে প্রভুত্ব মনোভাবের জন্ম দিবে. ফলে বড়রা ছোটদের উপর কর্তৃত্ব চালাবে এবং তাদেরকে নিজেদের থেকে পৃথক রাখবে. যেমন, তাদের পিতা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তাদের সাথে করে. আমি এখানে সেই

ব্যক্তির ব্যাপারটি তুলে ধরছি যে স্বীয় গাড়ীতে করে তার স্ত্রী ও ছেলেদেরকে নিয়ে ছুটির দিনে কোথাও বের হয়. তারা জানে না যে, সে তাদেরকে নিয়ে কোথায় যাবে. কেউ যদি তাকে (কোথায় যাবে) এ কথা জিজ্ঞেস করে, তাহলে শাস্তি স্বরূপ তাদের সকলকে নিয়ে বাড়ী ফিরে এবং তাদেরকে এমন বেড়াতে যাওয়া থেকে বঞ্চিত করে, যার তারা বড় আশা ও উদ্বেগের সাথে অপেক্ষা করে. অথচ তারা তার মেজাজ সম্পর্কে জানে না. এটাই কি উত্তম নয় যে, পিতা তার ছেলেদেরকে একত্রিত ক'রে তাদের সাথে যেখানে যেতে তারা ভালোবাসে সে ব্যাপারে পরামর্শ করবে? এ রকম করলে তার ক্ষতি কি? কিন্তু কিছু মানুষ এমন আছে যাদের লক্ষ্যই হয় অপরকে দমন করা, তাদেরকে কিছুই মনে না করা এবং তাদের উপর কর্তৃত্ব করা.

৯. বিশেষত্বের সম্মান না দেওয়া

আমাদের উচিত ছেলেদেরকে বিশেষত্বের সম্মান দেওয়ার কথা শিক্ষা দেওয়া. যাতে তারা তাদের নিজস্ব পরিবেশ এবং অন্য পরিবেশে বসবাসকারীদের মধ্যে সুক্ষ্মভাবে পার্থক্য করতে সক্ষম হয়. আমাদের ছেলেদেরকে এবং যারা বাড়ীতে আমাদের খেদমত করে তাদেরকে বিশেষ কিছু সময়ে আমাদের কাছে প্রবেশ করার পূর্বে অনুমতি নেওয়ার গুরুত্বের কথা শিক্ষা দেওয়ার প্রতি মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে. যেমন, বিশ্রামের সময় এবং এমন বিশেষ সময় যখন মানুষ অন্যকে অভিনন্দন জানাতে প্রস্তুত থাকে না. তাই পিতা-মাতার উচিত হলো, ছেলেকে অপরের বিশেষত্ব ও তার সীমার অপরিহার্যতার কথা শিক্ষা দেওয়া. অতএব কারো কাছে তার বিশেষ স্থানে তার অনুমতি ব্যতীত

প্রবেশ করবে না. অনুরূপ বদ্ধ কোন কিছু খুলবে না যা তার নয়. তাতে তা ঘরের দরজা হোক অথবা ফ্রীজ হোক কিংবা কিতাব হোক, বা খাতা হোক বা বাক্স হোক এবং তা যতই সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত সেখানে পড়ে থাকুক না কেন. অনেক বাড়ী এমনও আছে যেখানে একে অপরের বিশেষত্বের প্রতি কোন সম্মান নেই. সেই বাড়ীর ছেলেরা এলোমেলোভাবে, অসভ্যতার উপর লালিত-পালিত হয় এবং অপরের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করে. পিতাদের উচিত ছেলেদের বিশেষত্বের সম্মান করা. তাই প্রবেশের পূর্বে দরজায় নাড়া দিবে. তাদের গুপ্ত ব্যাপার গোপন করবে. কোন পাপের কারণে তাদেরকে দোষারোপ করবে না, বরং তাদের দোষ ঢাকবে. তাদের ভুল কম ধরবে. যদি তারা (পিতারা) এ রকম করে, তবে তারা ছেলেদেরকে অপরের বিশেষত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে সফলকাম হবে.

১০ দূরে রাখা

কোন কোন পিতা ছোট ছেলেদের বড়দের মজলিসে বসাকে বড় দোষের মনে করে. তাই ছোটদের কেউ বড়দের মজলিসে প্রবেশ করতে চেষ্টা করলে তাকে তিরস্কার ক'রে সেখান থেকে তাকে দূর করা হয়. সন্দেহ নেই যে ছোটদেরকে কখনো কখনো বড়দের মজলিসে বসতে অনুমতি দেওয়া উচিত. যাতে তাদের থেকে কিছু গ্রহণ করে. তাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা ও উপকারিতা অর্জন করে. বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু পানীয় আনা হলো. তিনি তা থেকে কিছু পান করলেন. তাঁর

ডান দিকে ছিলো একটি বালক. আর বাম দিকে ছিলো কয়েকজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ. তিনি বালকটিকে বললেন,

((أَتَـأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِـيَ هَـؤُلَاءِ؟ فَقَـالَ الْغُـلَامُ: لَا وَاللهِ يَـا رَسُـولَ اللهِ لَا أُوثِـرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَـدًا، قَـالَ فَتَلَّـهُ رَسُـولُ اللهِ ﷺ فِي يَـدِهِ)) البخـاري: ٢٣٦٦- مسلم: ٢٠٣٠

"তুমি কি অনুমতি দিচ্ছো যে, এগুলো বয়োজ্যষ্ঠদের দিয়ে দিই? বালকটি বললো, না, আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর রাসূল. আপনার নিকট প্রাপ্য আমার অংশের উপর কাউকে আমি অগ্রাধিকার দিবো না. তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তা তার হাতে রেখে দিলেন." (বুখারী ২৩৬৬-মুসলিম ২০৩০) তিনি ﷺ কত মহান পথপ্রদর্শক, তারবিয়াতদাতা এবং শিক্ষক ছিলেন. প্রত্যেক যুগ ও স্থানের এবং সর্ব শ্রেণীর মানবতা তাঁর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে. আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামী বিধান ছোট ছেলেদেরকে বড়দের সংস্রবে থাকতে, তাদের সাথে মজলিসে, মসজিদে, অনুষ্ঠানে এবং সফরে ও ক্লাবে বসতে নিষেধ করেন নি. আর এটা এই জন্য যে, যাতে তারা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু অর্জন করে. তাদের সাথে কাজকর্মে শরীক হয় এবং দায়িত্ব পালনের শিক্ষা গ্রহণ করে. ছোটদেরকে বড়দের সংস্পর্শ থেকে দূর করা হলো নেতিবাচক নিয়ম-পদ্ধতি যা কার্যকর নয়. ছোটদেরকে আপসে ছেড়ে দিলে তারা মন্দ কার্যকলাপ ব্যতীত কিছুই শিখবে না. শয়তান তাদেরকে বিপথগামী করবে. ফলে তারা বড়দের সাথে মিশে বড় কার্যকলাপ শিক্ষা গ্রহণ করার পরিবর্তে অন্যায়-অনাচার শিখবে.

١٣٠ □ريقة لتربية الأبناء ..
সন্তান-সন্ততির তারবিয়াতের ১৩০টি পদ্ধতি

শিশুদের তারবিয়াত দেওয়া এমন এক দক্ষতা, যা বহু স্বল্প সংখ্যক মানুষই অর্জন করতে সক্ষম হয়. এর উপর অনেক বই-পুস্তকও লিখা হয়. যার কোনটা বিস্তারিত, আবার কোনটা সংক্ষিপ্ত. আমি এই কিতাবগুলোর সার কথা ফলপ্রসূ ও গবেষনামূলক এমন কিছু বাক্যের মাধ্যমে উল্লেখ করলাম, যা থেকে পিতারা ও তারবিয়াতদাতারা তাদের শিশুদেরকে সঠিক তারবিয়াত দেওয়ার ব্যাপারে অমুখাপেক্ষী নয়.

<u>আক্বীদা (বিশ্বাস)</u>

১. তোমার ছেলেকে তাওহীদের বাক্য এবং তাতে ইতিবাচক ও নেতিবাচক যে দিক রয়েছে তার শিক্ষা দাও.'লা- ইলাহা' এতে আল্লাহ ব্যতীত সমস্ত উপাস্যতার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়েছে. 'ইল্লাল্লা-হ' এতে কেবল আল্লাহর উপাস্যতাকে সাব্যস্ত করা হয়েছে.

২. তাকে শিক্ষা দাও কেন আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে.

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذريات:٥٦)

"আমি জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদতের জন্য." (সূরা যারিয়াতঃ ৫৬) এর সাথে তাকে ইবাদতের সর্বব্যাপী অর্থও বলে দাও.

৩. খুব বেশী তাকে জাহান্নামের, শাস্তির এবং আল্লাহর ক্রোধের ও তাঁর শাস্তির ভয় দেখাবে না, যাতে আল্লাহর স্মরণ তার মনে এই ভয়ানক আকারে বসে না যায়.

৪. এমন তার মনোভাব তৈরী করো যে, যেন সে আল্লাহকে সব থেকে বেশী ভালোবাসে. কারণ, তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন. আমাদেরকে রুজি দেন. আমাদেরকে খাওয়ান ও পরান এবং তিনিই আমাদেরকে মুসলিম বানিয়েছেন.

৫. নির্জনে কোন ভুল কাজ করার ব্যাপারে তাকে সতর্ক করো. কারণ, আল্লাহ তাকে সর্বাবস্থায় দেখেন.

৬. এমন বাক্যগুলো বেশী বেশী তুলে ধরো যাতে আল্লাহর যিক্র আছে. যেমন, পানাহার এবং প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় 'বিসমিল্লা-হ' বলা. পানাহার শেষে 'আলহামদু লিল্লা-হ' বলা. আর বিস্ময়কর কিছু ঘটলে 'সুবহানাল্লা-হ' বলা. এই ধরনের আরো বাক্য.

৭. মহান রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যক্তিত্বের প্রতি তোমার ছেলের ভালো- বাসার জন্ম দাও. তাঁর পবিত্র গুণাবলীর কিছু শিক্ষা দিয়ে এবং তাঁর সামনে নবী জীবনীর কিছু ঘটনাদি পাঠ করে. অনুরূপ যখনই তাঁর নাম আসবে,তখন তাঁর উপর দরূদ পাঠ করার কথা শিক্ষা দিয়ে.

৮. ভাগ্য সংক্রান্ত বিশ্বাস তার মনে সুদৃঢ়ভাবে ঢুকিয়ে দাও. অতএব আল্লাহ যা চান, তা-ই হবে এবং তিনি যা চান না, তা হবে না.

৯. ঈমানের ছয়টি রুক্নের কথা তোমার ছেলেকে শিক্ষিয়ে দাও.

১০. তাকে আক্বীদা সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন করো. যেমন, তোমার প্রতিপালক কে?তোমার দ্বীন কি? তোমার নবী কে? আমাদের কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? আমাদেরকে কে রুজি দেন, কে পানাহার করান এবং কে আরোগ্য দান করেন? তাওহীদ কত প্রকারের? শির্ক, কুফ্‌রী এবং নিফাক্ব কাকে বলে? মুশরিক, কাফের এবং মুনাফেক্বদের পরিণাম কি হবে? ইত্যাদি.

ইবাদত

১১. তোমার ছেলেকে ইসলামের পাঁচটি রুকনের কথা শিখিয়ে দাও.

১২. তোমার ছেলেকে নামায পড়তে অভ্যস্ত করানো. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেলেছেন,

((مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ))

“তোমাদের সন্তানদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দাও যখন তাদের বয়স হবে সাত বছর. আর তাদেরকে প্রহার করো যখন তাদের বয়স হবে দশ বছর.”

১৩. তোমার ছেলেকে সাথে করে মসজিদ নিয়ে যাও এবং তাকে অযূ করার তরীকা শিক্ষা দাও.

১৪. তাকে মসজিদের আদব, সম্মান এবং পবিত্রতা রক্ষা করার কথা শিক্ষা দাও.

১৫. তাকে রোযা রাখার অনুশীলন করাও যাতে সে বড় হলে এর অভ্যস্ত হয়ে পড়ে.

১৬. তোমার শিশুকে তার সাধ্যানুযায়ী কুরআন, হাদীস এবং সহীহ-শুদ্ধ দুআ-যিক্‌র মুখস্থ করার প্রতি অনুপ্রাণিত করো.

১৭. তাকে পুরস্কৃত করো যখনই সে মুখস্থে আগে বাড়বে. ইবরাহীম ইবনে আদহাম বলেন, আমার পিতাকে আমাকে বললেন, হে বৎস, হাদীস শিক্ষা করো. যখনই তুমি কোন হাদীস শুনাবে ও মুখস্থ করবে, তখনই তুমি এক দিরহাম পাবে. তিনি (ইবরাহীম ইবনে আদহাম) বলেন, এইভাবে হাদীস সংগ্রহ করি.

১৮. খুব বেশী মুখস্থ ও অধ্যয়ন করিয়ে তুমি তোমার ছেলেকে ক্লান্ত করে তুলো না. যাতে সে এটাকে শাস্তি মনে ক'রে কুরআন মুখস্থ করাকে ঘৃণা না করে.

১৯. মনে রেখো তুমি তোমার সন্তানদের জন্য আদর্শ. অতএব তুমি যদি ইবাদতে অবহেলা করো অথবা শিথিলতা অবলম্বন করো এবং তা সম্পাদন করাকে অতীব ভারী মনে করো, তাহলে এ ব্যাপারে তোমার এ প্রভাব তোমার ছেলেদের উপরেও পড়বে. তারাও ইবাদতকে ভারী মনে করবে এমনকি তা থেকে পালাতেও পারে.

২০. তোমার ছেলেকে দান-খয়রাত করার শিক্ষা দাও. আর এটা এইভাবে যে, কখনো তুমি তাকে দেখিয়ে সাদক্বা করো অথবা ফকীর ও ভিক্ষুককে সাদক্বা করার জন্য তাকে কিছু দাও. আর উত্তম হলো তাকে তার জমা করা নিজস্ব মাল থেকে সাদক্বা করার উৎসাহ দাও.

নৈতিকতা

২১. যদি চাও যে তোমার ছেলে সত্যবাদী হোক, তবে তার মনে ভয় ঢুকায়ো না.

২২. তুমি আগে সত্যবাদী হও, তাহলে তোমার ছেলে তোমার থেকে সত্য বলা শিখবে.

২৩. তাকে ব্যাখা ক'রে শুনাও সত্যবাদিতা ও আমানতের ফযীলতের কথা.

২৪. তোমার ছেলের অজানতে তার আমানতের পরীক্ষা নাও.

২৫. ছেলেকে শিক্ষা দাও ধৈর্য ধরতে এবং দ্রুততা না করতে. আর এটা তুমি করতে পারো তাকে রোযার অনুশীলন করিয়ে অথবা এমন কিছু কর্ম করিয়ে যাতে ধৈর্য ধীরস্থিরতার প্রয়োজন হয়.

২৬. তুমি তোমার ছেলেদের মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করো. কারণ, এটাই হলো উত্তম মাধ্যম তাকে সুবিচারের চরিত্র শিক্ষা দেওয়ার.

২৭. তোমার ছেলেকে (অপরকে নিজের উপর)প্রাধান্য দেওয়ার চরিত্র শিক্ষা দাও তোমার বাস্তব কিছু কর্মের মাধ্যমে অথবা (অপরকে) প্রাধান্য দেওয়া ফযীলত সংবলিত ঘটনাবলী তুলে ধরার মাধ্যমে.

২৮. তোমার ছেলের সামনে তুলে ধরো প্রতারণার, চুরির এবং মিথ্যা বলার নেতীবাচক দিকগুলো.

২৯. কোন ব্যাপারে তোমার ছেলে সাহসিকতা প্রকাশ করলে এতে তার প্রশংসা করো এবং তাকে পুরস্কৃত করো. আর তাকে বলে দাও যে, বাহাদুরি হলো এই যে, তুমি তা-ই করো যা সঠিক ও গুরুত্বপূর্ণ.

৩০. তুমি এত কঠোর হয়ো না যে, তার মধ্যে ভয়, মিথ্যা এবং ভীরুতার জন্ম নেয়.

৩১. বিনয়ী, নম্রতা এবং দাম্ভিকতা ত্যাগ করার নৈতিকতার প্রতি তার ভালোবাসা সৃষ্টি করো.

৩২. তাকে জানিয়ে দাও যে, মানুষের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব নির্বাচিত হবে আল্লাহভীরুতা এবং নেক আমলের ভিত্তিতে. বংশ, আভিজাত্য এবং ধন-সম্পদের ভিত্তিতে নয়.

৩৩. তাকে জানিয়ে দাও যে, যুলুম হলো যাবতীয় অন্যায়ের কেন্দ্রস্থল. আর সীমালঙ্ঘনকারীকে তার সীমালঙ্ঘনই পরাভূত করে এবং খিয়ানত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়.

৩৪. তাকে এমন জিনিসগুলোর মধ্যে পার্থক্য শিখিয়ে দাও যা হয়তো তার কাছে উহ্য. বাহাদুরি ও হঠকারীতার মধ্যে পার্থক্য. লজ্জা ও হতভম্বের মধ্যে পার্থক্য. নম্র ও নীচ হওয়ার মধ্যে পার্থক্য এবং বুদ্ধি ও ধোঁকা দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য.

৩৫. তোমার সন্তানদেরকে দানশীল হতে অভ্যস্ত করো. অতএব তুমি তোমার বাড়ীতে দানশীল হও এবং অপরের জন্য কল্যাণ পেশ করো.

৩৬. কখনোও অঙ্গীকার ভঙ্গ করো না বিশেষ করে ছেলেদের সাথে কৃত অঙ্গীকার. এতে তাদের অন্তরে অঙ্গীকার পূরণের ফযীলতের কথা সুদৃঢ়ভাবে বসে যাবে.

ব্যবহার ও আদব

৩৭. তোমার ছেলেদেরকে সালাম দাও.

৩৮. ছেলেদের সামনে লজ্জাস্থান খুলার ব্যাপারে অযত্নবান হয়ো না.

৩৯. প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করো.

৪০. তোমার ছেলেদেরকে প্রতিবেশীর অধিকার এবং তাকে কষ্ট দেওয়ার ভয়াবহতার কথা শিখিয়ে দাও.

৪১. তোমার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো. আত্মীয়তা সম্পর্ক জুড়ো এবং এ সব কাজে ছেলেদেরকেও সাথে রাখো.

৪২. তোমার ছেলেদেরকে জানিয়ে দাও যে, মানুষ এমন ভদ্র ছেলেদের ভালোবাসে যারা অপরকে কষ্ট দেয় না.

৪৩. তোমার ছেলের জন্য একটি চিঠি লিখো যাতে থাকবে কিছু আদব, নসীহত ও উপদেশ.

৪৪. ছেলেদেরকে পরিষ্কার করে জানিয়ে দাও যে, কিছু আচার-ব্যবহার এমন আছে যা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার্য এবং তাদেরকে তার কারণও বলে দাও.

৪৫. তুমি তোমার ছেলেদের সাথে বসে প্রত্যেক বৈঠকে নবী করীম ﷺ-এর (শিক্ষা দেওয়া) আদবসমূহ থেকে কোন কোন আদব পড়তে বলো এবং জিজ্ঞেস করো যে, এ থেকে তারা কি উপকারিতা অর্জন করলো. তোমার ছেলেকেই পড়তে দাও আর তুমি শুনো.

৪৬. ছেলেকে নসীহত করো গোপনে. অন্যদের সামনে তাকে শাস্তি দিও না.

৪৭. তিরস্কার কম করতে চেষ্টা করবে.

৪৮. ছেলের কাছে যাওয়ার পূর্বে তার কাছে প্রবেশ করার অনুমতি নাও. কারণ, এটা তাকে অনুমতি নেওয়া শিক্ষা দেওয়ার সর্বোত্তম পন্থা.

৪৯. এ রকম আশা করো না যে, তুমি যা চাও তা সে প্রথমবারেই বুঝে নিবে. ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ "তোমার পরিবারকে নামাযের নির্দেশ দাও এবং এর উপর ধৈর্য ধারণ করো."

৫০. তাকে খাবার পূর্বে সশব্দে 'বিসমিল্লা-হ' এবং খাবার পর 'আল হামদুলিল্লা-হ' বলা শিক্ষা দেওয়ার কথা ভুলে যেও না.

৫১. ছেলেদের কোন কোন ভুলের ব্যাপারে নাজানার ভান করো. আর তার ভুলগুলো তুমি তোমার অন্তরে জমা করে রেখো না.

৫২. তুমি কোন ভুল করলে ছেলের কাছে ওজর পেশ করো.

৫৩. তোমার ছেলেকে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি উৎসাহ দান করো এবং তাকে বলো যে, আমি জানি তুমি (অন্যদের) তুলনায় বেশী উন্নত. তুমি এটা করার ক্ষমতা রাখো.

৫৪. তোমার ছেলেদের সাথে সামান্য বিবাদও করো.

৫৫. তোমার ছেলের কোন কথা অথবা তার কোন আচরণের জন্য উপহাস করো না.

৫৬. তোমার ছেলেকে স্বাগতম, অভিনন্দন পেশ একং সৌজন্যতা প্রকাশের ভাষা শিক্ষা দাও.

৫৭. তোমার ছেলেকে পথনির্দেশনার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না.

৫৮. ছেলেকে কোন কাজের প্রতি উৎসাহ দানের জন্য সব সময় প্রলুব্ধকারী পার্থিব বস্তুর লোভ দেখানো ঠিক নয়. কারণ, এটা তার ব্যক্তিত্বকে দুর্বল করে তুলবে পার্থিব বস্তুর সামনে.
৫৯. তোমার ছেলেকে তোমার এক নম্বর বন্ধু মনে করো.

শরীর চর্চার তারবিয়াত

৬০. খেলার জন্য তোমার ছেলেকে যথেষ্ট সময় দাও.
৬১. ফলপ্রসু খেলার সরঞ্জাম যথেষ্ট পরিমাণে তোমার ছেলেরের জন্য ব্যবস্থা করো.
৬২. তাকেই তার পছন্দ মত কিছু খেলার সরঞ্জাম নির্বাচন করতে দাও.
৬৩. তোমার ছেলেকে সাঁতার, দৌড়াদৌড়ি এবং শক্তিমূলক কিছু খেলার শিক্ষা দাও.
৬৪. কোন কোন খেলায় কখনো কখনো তাকেই তোমার উপর জয়ী হতে দাও.
৬৫. তোমার ছেলের জন্য সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করো.
৬৬. তোমার ছেলের নিয়মে খাদ্য গ্রহণের প্রতি যত্নবান হও.
৬৭. খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে এ ব্যাপারে তাকে সতর্ক করো.
৬৮. খাদ্য গ্রহণকালীন তার কোন ভুল ধরো না.
৬৯. যে খাবার তোমার ছেলে সব সময় খেতে ভালোবাসে সেই খাবারই তৈরী করো.

<u>আধ্যাত্মিক তারবিয়াত</u>

৭০. মনোযোগ দিয়ে তোমার ছেলের কথা শুনো এবং তার প্রতিটি কথার গুরুত্ব দাও.

৭১. তোমার ছেলেকে তার নিজের সমস্যা নিজেকেই সমাধান করতে দাও. তবে তুমি তার সাহায্য এমনভাবে করতে পারো যেন সে টের না পায়.

৭২. তোমার ছেলের সম্মান করো এবং কোন কাজে উত্তীর্ণ হলে তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো.

৭৩. তোমার ছেলেকে শপথ গ্রহণের মুখাপেক্ষী বানাও না, বরং তাকে বলো যে, কসম ছাড়াই আমি তোমাকে বিশ্বাস করি.

৭৪. ভয় দেখনো ও ধমকমূলক কথা-বার্তা থেকে বেঁচে থাকো.

৭৫. তোমার ছেলের মধ্যে এই অনুভূতি যেন সৃষ্টি না হয় যে, তুমি একজন মন্দ ও নির্বোধ মানুষ.

৭৬. তোমার ছেলের বেশী প্রশ্ন করার কারণে বিরোক্তি বোধ করো না, বরং তার প্রতিটি প্রশ্নের সরল ও সন্তোষজনক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো.

৭৭. ছেলেকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে তার মধ্যে ভালোবাসার ও প্রেম-প্রীতির অনুভূতি জন্মাও.

৭৮. কোন কোন ব্যাপারে তোমার ছেলের সাথে পরামর্শ করো এবং তার পরামর্শ অনুযায়ী আমল করো.

৭৯. ছেলের মধ্যে এই অনুভূতি সৃষ্টি করো যে, (কোন ব্যাপারে)সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যাপারে তার স্বাধীনতা রয়েছে.

সামাজিক তারবিয়াত

৮০. বিশেষভাবে গ্রীষ্মকালে আয়োজিত শিক্ষা শিবিরে, কুরআন মুখস্থ করার দারসে ইলমী প্রতিযোগিতায় এবং জনসেবামূলক কাজের অনুশীলন সহ আরো অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক তৎপরতায় (শরীক হওয়ার জন্য) তোমার ছেলেদের নাম লিপিবদ্ধ করো.

৮১. তোমার ছেলেকেই অতিথিদের আতিথ্য করতে দাও. যেমন, তাদের জন্য চা, কফি এবং ফলাদি পেশ করা.

৮২. তুমি তোমার ছেলেকে মুবারকবাদ দাও যখন সে তোমার কাছে প্রবশে করে তোমার বন্ধুদের সাথে থাকা অবস্থায়.

৮৩. তোমার ছেলেকে মসজিদের সমাজ কল্যাণমূলক কার্যকলাপে শরীক হতে দাও. যেমন, বিধবা ও ইয়াতীমদের জন্য চাঁদা তুলার বাক্স নিয়ে এ কাজে শরীক হওয়া.

৮৪. তোমার ছেলেকে অভ্যস্ত করো কাজ, বেচা-কেনা এবং হালাল উপার্জন করতে.

৮৫. তোমার ছেলের এমন মনোভাব তৈরী করো যে, যেন তার মধ্যে কখনো কখনো অন্যের দুঃখ-কষ্টের অনুভূতি সৃষ্টি হয় এবং তাদের থেকে তা লাঘব করার প্রচেষ্টা নেয়.

৮৬. তবে তাকে বিশ্বের চিন্তা মাথায় করে বয়ে বেড়াতে দিও না.

৮৭. তাকে তার সামাজিক কাজের ফল দেখতে দাও.

৮৮. তোমার ছেলেকে কোন কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য পাঠাও এবং তার প্রতি তোমার বিশ্বস্ততার অনুভূতি জন্মাও.

৮৯. তাকে তার পছন্দ মত বন্ধু নির্বাচন করতে বাধা দিও না. তবে তার অজানতে তুমি তাকে তোমার পছন্দ মত বন্ধু নির্বাচন করাতেও পারো.

স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় তারবিয়াত

৯০. তোমার ছেলের (শারীরিক) সুস্থতার যত্ন নাও.
৯১. পলিওগুলো সঠিক সময়ে দেওয়ার ব্যাপারে অবহেলা করো না.
৯২. তাকে ঔষধ দেওয়ার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না. তাকে তার প্রয়োজনীয় পরিমাণ দিবে.
৯৩. তোমার ছেলেকে শরীয়ত সম্মত ঝাড়-ফুঁক করাও.
৯৪. ছেলেদেরকে সকাল সকাল ঘুমাতে এবং সকাল সকাল জাগতে অভ্যস্ত করো.
৯৫. খেয়াল রাখো তোমার ছেলে যেন তার শরীরের, দাঁতের এবং কাপড়ের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি যত্ন নেয়.
৯৬. রোগের ভীষণ আকার ধারণ করার অপেক্ষা করো না.
৯৭. সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের থেকে তুমি তোমার ছেলেদেরকে দূরে রাখো.
৯৮. তোমার ছেলে যেন টের না পায় যে তার রোগ বড়ই বিপদজনক.
৯৯. আল্লাহরই শরণাপন্ন হও. কারণ, সমস্ত রোগের আরোগ্য তাঁর হাতে.

সাংস্কৃতিক তারবিয়াত

১০০. তোমার ছেলেকে কোন কোন ধাঁধা (কৌতুহলজনক) প্রশ্নও করো.

১০১. তাকে মতপ্রকাশমূলক বিষয়ে কিছু লিখতে বলো.

১০২. তোমার ছেলে যা লিখে তা সব সময় পড়তে চেষ্টা করো.

১০৩. (পড়ার সময়) তার প্রতিটি ব্যাকারণ অথবা ভাষা সম্পর্কীয় ভুলে থেমে যেও না.

১০৪. ছেলেকে পড়ার প্রতি উৎসাহিত করো.

১০৫. সে যে বই ও কাহিনী পড়তে চায় তা তাকেই নির্বাচন করতে দাও.

১০৬. তোমার ছেলের সাথে পড়াতে তুমিও কিছু অংশ গ্রহণ করো.

১০৭. বুদ্ধি বৃদ্ধি হয় এমন কিছু খেলার সরঞ্জাম তোমার ছেলেদের জন্য উপস্থিত করো.

১০৮. ছেলেকে তার পড়া-শুনায় সফলতা অর্জনের উৎসাহ দাও.

১০৯. তার পড়া-শুনার সফলতার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সমস্ত জিনিসের উপর তাকে জয়ী করে তুলো.

১১০. ছেলেকে পূর্বের ও পরের কবিদের কিছু কবিতা এবং তত্ত্বমূলক তাঁদের কিছু কথা-বার্তা মুখস্থ করতে অনুপ্রাণিত করো.

১১১. তাকে কিছু ফলপ্রসূ প্রবাদবাক্য মুখস্থ করার প্রতি উৎসাহিত করো.

১১২. তোমার ছেলেকে খুৎবা দেওয়ার ও বক্তৃতা করার দক্ষতা অবলম্বন করতে অভ্যস্ত করো.

১১৩. তাকে যুক্তিতর্ক ও প্রবর্তনার কলাকৌশল শিক্ষা দাও.

১১৪. ব্যক্তিগত যোগ্যতার উন্নতিকল্পে আয়োজিত বিশেষ ক্লাসগুলোতে তাকে শরীক হতে দাও.

১১৫. প্রসিদ্ধ বিদেশী ভাষা ভালোভাবে শিক্ষা গ্রহণ করার প্রতি তাকে উৎসাহিত করো.

প্রতিদান ও শাস্তি

১১৬. প্রতিদান ও শাস্তির নিয়ম-পদ্ধতি অবলম্বন করো.

১১৭. না সব সময় প্রতিদান দিও, আর না সব সময় শাস্তি দিও.

১১৮. প্রতিদান রকমারি যেন হয়. সব সময় টাকা-পয়সাই যেন না হয়. বরং কখনো হবে (কোথাও) ভ্রমণে যাওয়ার প্রতিদান অথবা কম্পিউটারে খেলতে দেওয়ার প্রতিদান কিংবা কোন হাদিয়া বা বন্ধুর সাথে বেড়াতে যাওয়ার প্রতিদান.

১১৯. অনুরূপ শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারেও বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করো. কেবল মারাটাই যেন তোমার কাছে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি না হয়. এ ছাড়া আরো পদ্ধতিও রয়েছে. যেমন, ক্রোধের দৃষ্টিতে তাকানো, কথার মাধ্যমে ধমক, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাক্যালাপ না করা, তার ব্যয় বাবদ প্রতিদিন যা দেওয়া হয় তা থেকে কিছু কেটে নেওয়া অথবা সাপ্তাহিক ভ্রমন থেকে বঞ্চিত করা.

১২০. মনে রেখো, উপযুক্ত শাস্তি হলো সেই শাস্তি, যা ভুলের পুনরাবৃত্তি হতে দেয় না এবং সঠিকতার দিকে নিয়ে যায়.

১২১. স্মরণে রেখো যে, নবী করীম ﷺ কখনোও কোন শিশুকে মারেন নি.

১২২. প্রাথমিক কোন ভুলের কারণে শাস্তি দিও না.

১২৩. শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে কঠোর হয়ো না.

১২৪. ছেলেকে শাস্তি দিলে তার কারণও বলে দিও.

১২৫. ছেলের মধ্যে এই অনুভূতি সৃষ্টি যেন না হয় যে, তুমি তাকে শাস্তি দিয়ে বড় মজা পাও অথবা তার প্রতি সামান্য কিছু বিদ্বেষও তুমি পোষণ করো.

১২৬. লোকের সামনে এবং ক্রোধের সময় তুমি তোমার ছেলেকে মার-ধর করো না.

১২৭. ছেলের মুখমন্ডলে মেরো না এবং তার উপর প্রয়োজনের বেশী হাত তুলো না. যাতে তার পীড়ন যেন দ্বিগুণ বেড়ে না যায়.

১২৮. না মারার অঙ্গীকার করার পর আর মেরো না. যাতে তোমার উপর তার আস্থা যেন হারিয়ে না যায়.

১২৯. তোমার ছেলের মধ্যে এই অনুভূতির জন্ম দাও যে, তুমি তাকে তার মঙ্গলের জন্যই শাস্তি দিচ্ছো এবং তার প্রতি তোমার ভালোবাসার জন্য এ কাজ তুমি করছো.

১৩০. তাকে জানিয়ে দাও যে, শাস্তি কষ্ট দেওয়ার জন্য নয়, বরং আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য.

আল্লাহর কাছে হেদায়াত, তাওফীক্ব এবং সঠিকতা কামনা করছি.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

সূচীপত্র

৩	সন্তান প্রতিপালনে মহানবী ﷺ-এর পথনির্দেশনাবলী
৭	চিকিৎসার চেয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা উত্তম
৮	পরস্পরের মধ্যে আলোচনার সুযোগ দেওয়া
১১	মধ্যমপন্থী কৈফিয়াত তলব
১২	আত্মনির্ভরতার সুযোগ দেওয়া
১৫	উত্তম নৈতিকতার প্রতি দিকনির্দেশনা
১৭	উত্তম নৈতিকতার প্রতিদান দেওয়া
১৮	ভালোবাসার ও তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শনের অনুভূতি দেওয়া
২২	ছেলেদের মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা
২৪	আদর্শের মাধ্যমে তারবিয়াত
২৬	সন্তান-সন্ততির তারবিয়াতের কিছু ভুল
২৬	তারবিয়াতের বিষয়টাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা
২৮	পিতাদের প্রতাপ
২৯	কথার সাথে কাজের অমিল
৩০	কঠোরতা
৩২	অন্যায়ের ব্যাপারে শিথিলতা
৩৪	বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা
৩৫	একাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা
৩৬	বিশেষত্বের সম্মান না দেওয়া
৩৭	দূরে রাখা
৩৯	সন্তান-সন্ততির তারবিয়াতের ১৩০টি পদ্ধতি